রাক্ষস-গণ

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

বিপত্নীক হবার অল্পদিন পরেই সুরেশ সলিমপুর স্টেশনে বদলি হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন, নিকটে লোকজনের বাস খুবই কম। রেলের কোয়ার্টারে বড়বাবু পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করেন। কিছু দূরে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে—তার শিক্ষকগণ স্কুলের নিকটেই একটা বড়আটচালা ঘরে মেস করে থাকেন। এ ছাড়া বড়-একটা বসতি নেই।

বিকেলের ট্রেনখানা রওনা করে দিয়েই সুরেশ স্কুল-মাস্টারের মেসের বাসায় তাস খেলার আড্ডায় যায়।সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাউন-যাত্রী-গাড়ি আসবার পূর্ব পর্যন্ত সেইখানেই থাকে। পরে খানিকক্ষণ স্টেশনের কাজকর্ম করবার পর রাত্রি সাড়ে ন'টার শেষ গাড়ি রওনা করেই নিজের কোয়ার্টারে ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এসে ও-বেলার রাখা বাসি রুটি-তরকারী খাওয়ার পরে সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীরটাকে নিঃসঙ্গ শয্যায় লুটিয়ে দিয়ে আপন মনে কত কথা ভাবে।ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশন, রাত্রে আর ট্রেন নেই।...

জানালার বাইরে খোলা আকাশটা নক্ষত্রভরা, একটা মাদার গাছের ডালপালা গরাদের গায়ে এসে ঠেকেছে! মনে পড়ে মৃত্যুর পূর্বে নলিনী তার হাত নিজের দু'খানি রোগজীর্ণ দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে হাসিমুখে বলেছিল—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি, ফের বিয়ে কোরো।কথা রাখবে ঠিক, বলো?

সে নলিনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—ছিঃ, ও-সব কথা কি বলতে আছে? তুমিসেরে উঠবে : ডাক্তারবাবু তো বলেছেন, পূর্ণিমাটা কেটে গেলেই পথ্যি দেবেন। ও-রকম কথা আর তুলো না, মা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করবেন—ছিঃ...

সে পূর্ণিমা কাটে নি।

কর্মভারনত নিরানন্দ প্রবাসের দিনগুলিতে নলিনীর এই স্মৃতিই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুরেশের অন্যমনস্ক মুহূর্তগুলি মধুর রসে ভরিয়ে তোলে, নিশীথে ফোটা রজনীগন্ধার মিঠা মৃদু সুবাসের মত—বিশেষ করে এইসব রাত্রে যখন সে একা!...

মাঘ মাসের সকাল বেলা। এই মাত্র স্টেশন থেকে এসে রাঁধতে বসেছে, একটি বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ে একখানা থালা হাতে ঘরে ঢুকে লাজুক সুরে বললে—মা পাঠিয়ে দিলেন।...থালাতে ছয়-সাতটি বাটিতে নানা তরকারী।

সুরেশ হঠাৎ বড় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে তাড়াতাড়ি তরকারীর বাটি থেকে তরকারী নামিয়ে সেগুলো খালি করে দেবার চেষ্টায় এতটা অনর্থক ব্যস্ততার আমদানি করে বসলো যে মেয়েটি মৃদু হেসে বললে—বাটি এখন থাক, রেখে দিন আপনি, ঝি এসে নিয়ে যাবে এখন।

শুধু থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে সে চলে গেল। সুরেশ ভাবল, বড়বাবুর বাসা থেকে এসেছে বটে কিন্তু বড়বাবুর নিজের মেয়ে নয় সে জানে। এতদিন এ মেয়েটিকে কখনো দেখেও নি তো?

বেশ শান্ত মুখখানি।

মাসখানেক কেটে গেল। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশনে ছোটবাবুর জীবন সকাল-সন্ধ্যা একঘেয়ে একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন ভাবে কেটে চলেছে। সেই মেয়েটি আরও কয়েকবার নানা কাজে সুরেশের বাসায় যাতায়াত করেছে : মেয়েটি বড়বাবুর ভাগিনেয়ী—মা নেই, বাপ পদ্মার ও-পারে কোন্ এক স্টেশনে চাকুরি করেন, সম্প্রতি মামার বাড়ি এসেছে বেড়াতে, মামীমাকেই মা বলে ডাকে—এ সব খবর সুরেশ ক্রমে জানতে পারে।

একদিন কি কাজে মেয়েটি এল। সুরেশ কথায় কথায় বললে—রেণু, পানগুলো আজ কদ্দিনধরে পড়ে রয়েছে, সাজা অভাবে খাওয়া হয় না। গোটাকতক সেজে রেখে যাবে?

রেণু অমনি পান সাজতে বসে গেল। নিপুণ হাতে একরাশ পান সাজা শেষ করে সে তাগিদ দিয়ে কলঙ্ক-ধরা অপরিষ্কার কাঁসার ডিবেটা সুরেশের বাক্সের কোণ থেকে বার করে নিয়ে সেটা খানিকক্ষণ বসে বসে বালি দিয়ে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুললো।বিছানার ধারে পানে ভর্তি ডিবেটা রেখে দিয়ে হাসিমুখে বললে—দু'আনা পয়সা দিন আমাকে...

সুরেশ বুঝতে না পেরে বললে—কেন বলো তো?

—বৌ মারা গিয়ে সন্নিসী হয়েছেন বুঝি? না মশলা, না একটু এলাচ দালচিনি। শুধু ধনের-চাল দিয়ে পান সাজা—পয়সা দিন, আমি ভজুয়া পয়েন্টসম্যানকে দিয়ে আনিয়ে রাখবো।বাজার থেকে...

এক এক দিন তার কৌটটার পকেট থেকে ময়লা রুমালখানা বালিশের তোয়ালেখানাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে দড়ির টানায় মেলে দিয়ে চলে গিয়েছে, ট্রেন পাস করে বাসায় ফিরে এসে সে দেখতে পায়। তারপর উপরি উপরি দিন কয়েক সে অদৃশ্য সেবা-হস্তের সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন চোখে পড়ে ঘরের তক্তপোশের নিচে তার ছোট পাথরবাটিতে এক বাটি বেলের শরবৎ কে সযত্নে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

স্কুল-মাস্টারদের মেসের বাসায় তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। টিকিটবিক্রির জানালায় পয়সা গুনে দিতে দিতে ভুল হয়, নির্জন শয্যা প্রান্তের সাথী মাদার গাছটার অন্ধকার ডালপালার সীমারেখা আরও অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব মনে হয়।

ঝি পাঁচীর-মা সেদিন অত্যন্ত বেলায় কাজ করতে এল। কৈফিয়তের সুরে বলল— একটুবেলা হয়ে গেল বার, এই দুপুরের গাড়িতেই রেণু দিদি আবার চলে যাবেন কিনা, তাই সকাল সকাল বড়বাবুদের পাট সেরে তবে আসছি!..

সুরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—রেণু? আজ চলে যাবে? কই তা তো...কেন আজ কেন? আমি তো কিছুই জানিনে...

কথাটা বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে রইলো।পরের বাড়ির মেয়ে, তার সঙ্গে তো পরামর্শ ক'রে মেয়েটির যাতায়াত ধার্য হবে না। যায় যাক না—তার কি?

পাঁচীর-মা বললে—নিজের বাপের কাছে চলে যাবে। বাপ সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করেছে কিনা, তাই মেয়ে দেখতে আসবে। গেলেই বাঁচে, যে মামী—খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত উঠিয়ে মারে, না একটু যত্ন—না একটু আত্তি...

বারোটার ডাউন ট্রেন আসবার বেশী দেরী নেই। সুরেশ এই মাত্র হয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে কোট পরছে, রেণু বাসার সদর দরজা পার হয়ে উঠানে এসে ঢুকলো।একটু যেন ইতস্তত করে পরে ঘরে ঢুকে বললে— আমার একটা সেফ্‌টিপিন সেদিন কি এখানে ফেলে গিয়েছি?

সুন্দর করে চুল-বাঁধা, পরনে খয়েরী রঙ-এর জমির ওপর প্লেন জরির কাজ করা ছেলেমানুষের মতো শাড়ি, গলায় সরু চেনহার, একরাশ ঘন কৃষ্ণ চুলে ভরা শান্ত মুখ।

সুরেশ বললে—তুমি আজ চলে যাবে রেণু? কই সে কথা তো জানিনে?এই বারোটার গাড়িতেই বুঝি?

রেণু এ-কোণে ও-কোণে কি খুঁজছিল।বললে—আবার এই কাঁচের গেলাসটা সোজা করে বসিয়ে রেখেছেন?একটা ভেঙেছেন যে এমনি করে সেদিন—হ্যাঁ, আমি তো এই গাড়িতেই যাবো...একটা সেফ্‌টিপিন দেখেছেন কোথাও?...কোন্ প্রশ্নটির উত্তর সুরেশ আগে দেবে ভেবেঠিক করবার আগেই রেণু বলে উঠলো—নাঃ, সে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আমি যাই, গাড়িএল বলে...

কথা শেষ করেই হঠাৎ সে সুরেশের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করে উঠে শান্ত নত মুখে সদর দরজা পার হয়ে চলে গেল।

পূর্বেও ঘরে কেউ ছিল না, এখনও কেউ নেই—তবুও সন্ধ্যার ট্রেনখানা পাস করে দিয়ে বাসায় ফিরে এসে সুরেশের মনে হোল—সব খালি, কেউ কোথাও নেই, ঘরের আসবাব-পত্র শূন্যতায় ভরা!...

মাসখানেক পরে বড়বাবু সুরেশের কাছে এক অভাবনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন। সে তাঁর ভগ্নিপতির স্ব-ঘর, বিশেষতঃ রেণু মেয়েটিকে সে অবশ্যই দেখেছে, সংক্ষেপে রেণুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব।

প্রথমে সুরেশের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হোল না, পরে সে চুপ করে রইলো। বড়বাবু প্রবীণ ব্যক্তি, সুরেশের বয়স সবে তেইশ, সুতরাং বড়বাবু সুরেশের সঙ্গে এ-বিষয়ে এর বেশি আর কোন কথাবার্তার আবশ্যক দেখলেন না। তার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে তার জ্যাঠামশায়কে পত্র দিলেন। বিবাহের যোগাযোগ ও অন্যান্য কথাবার্তা চলতে লাগলো।ইতিমধ্যে সুরেশের জ্যাঠামশায় রেণুর বাপের কর্মস্থানে পাত্রী দেখে এসে সুরেশকে ও বড়বাবুকে জানালেন— পাত্রী সুন্দরী, তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। সামনের মাসেই শুভকাজ সম্পন্ন হয় এই তাঁর ইচ্ছা।

শীঘ্রই কিন্তু একটু গোল বেধে গেল! উভয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠী মেলাতে গিয়ে দেখা গেল মেয়ের রাক্ষস-গণ! মিলনের বহু বাধা, নক্ষত্রেরা সব তির্যক গতিতে অবস্থান করছেন—বিবাহ অসম্ভব।সুরেশের বিধবা মা কেঁদে বললেন— তাঁর ছেলের নর-গণ, তিনি কখনই এ পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন না। জ্যাঠামশায়ও সম্মতি দিতে পারলেন না, তবে খুব দুঃখিত হলেন, কারণ মেয়েটিকে তাঁর ভারী ভাল লেগেছিল।

সুরেশ বাড়িতে চিঠিপত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে। তবে তার স্বগ্রামস্থ কোন বন্ধুকেলিখিত পত্রের সংবাদে বাড়ির সকলে জানতে পারলে যে সে শীঘ্রই গেরুয়া ধারণ করে রামকৃষ্ণ-মঠে যোগ দেবে। সুরেশের মা দেশ থেকে রেলের বাসায় এসে পড়লেন।নানা মতে বোঝালেন, কান্নাকাটিও কম করলেন, না। পাঁচীর-মার মুখে রেণু ও সুরেশের পূর্ব পরিচয়ের সব কথা শুনে বললেন— কোথাকার এক রাক্ষুসী, সে আমার ছেলেকে ফাঁদ পেতে ধরতে এসেছিল। তোর বিয়ে না হয়, এমনি বেঁচে থাক।দরকার নেই আমার ছেলের বউয়ের সেবায়— ইত্যাদি।

বিবাহ হোল না। বিবাহ ভাঙবার পর থেকে বড়বাবুর বাসার সঙ্গে সুরেশের সদ্ভাবও আর তেমন রইলো না। বড়বাবু আর ভাল করে কথাই বলেন না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সুরেশের অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেল। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী মেয়ে, নাম আভাবতী। বেশ নম্র লাজুক।

সুরেশ বিবাহের অল্পদিন পরেই নববধূকে রেলের বাসায় নিয়ে এল। মাদার গাছের তলাকার ছোট্ট বাসাটিতে তারপর তারা দু'জনে যে সুখের নীড় বাঁধলো, সুরেশের তা কত সীমাহীন নির্জন রাত্রির স্বপ্ন!... শেষ পর্যন্ত সুরেশের মনে হোল—ভালই হয়েছে সে বিয়েটা না হয়ে, গণকের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার জিনিস তো আর নয়? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। ইতিমধ্যে আরো দুটো খবর সে পেয়েছে—রেণুর বিবাহ কোনো রকমে হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই রেণুর বাপ কলেরায় মারা গিয়েছেন।

আরও এক বছর কাটলো।আভাবতী শুধু যে দেখতে সুন্দরী তা নয়, তার আয়-পয়ও যে খুব ভাল তার প্রমাণও শীঘ্র উপস্থিত হোল। সুরেশ বিখ্যাত পাটের ব্যবসায়ের গঞ্জ রসুলপুর স্টেশনের অস্থায়ী চার্জ পেয়ে বদলির হুকুম তালিম করবার জন্যে প্রস্তুত হোল, মাইনেও গেল বেড়ে।

যাবার দিন ক্রমেই নিকটে এসে গেল। স্কুল-মাস্টারেরা মেসের বাসায় তাকে এক বিদায়ভোজে নিমন্ত্রণ করে আকণ্ঠ খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ালেন। সে চলে যাওয়াতে যে সলিমপুরের বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটলো, এ-সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কারো দু'মত দেখা গেল না। সে অভাব ভবিষ্যতে পূরণ হওয়ার বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

রওনা হওয়ার পূর্বদিন সারা বিকেল ধরে জিনিসপত্র গোছানো হোল। আভাবতী ভারী গোছালো মেয়ে। সন্ধ্যার আগেই সব জিনিস বাঁধাছাঁদা ঠিক হয়ে গেল—মায় ট্রাঙ্ক বন্ধ করার আগে স্বামীর আয়না-চিরুনি, পানের ডিবেটি সকলের ওপরে রাখা পর্যন্ত—পাছে বা কখনো পথে দরকার হয়।

সকাল সাড়ে ন'টার ডাউন যাত্রী গাড়ি স্টেশনে এসে লাগলো। ছোট্ট স্টেশন, বেশীক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায় না। যাত্রীর দল কে কার ঘাড়ে পড়ে এই রকম অবস্থায় ওঠা-নামা করছে। সুরেশ স্টেশনের কুলীদের সাহায্যে মালপত্র ওঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে স্ত্রীকে মেয়েকামরায় তুলে দিতে গেল। মেয়ে-গাড়ির সামনে প্ল্যাটফরমের কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় এইমাত্র একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ মালপত্র নামবার অপেক্ষা করছে। সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া। একটা ছোট্ট ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বোঁচকা নিকটে নামালো।সুরেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। না, তার ভুল হয়নি—ঠিকই দেখেছে সে।

সরুপাড় ধুতি পরা, হাত খালি, মাথায় আধরুক্ষ চুল, বিধবা বেশে রেণু। সুরেশ সেখানে আর দাঁড়াতে পারলো না। দিশাহারা ভাবে এসে নিজের গাড়িতে উঠলো।রেণু সম্ভবতঃ তাকে দেখেনি, তার চোখ অন্যদিকে ফেরানো ছিল।...সুরেশের সারা শরীর দিয়ে কি যেন একটা ঝাঁজ বেরুচ্ছিল। নিজের কতকটা অজ্ঞাতসারে তার মনে হোল—উঃ, কি বেঁচেই গিয়েছি! মার কথা যদি তখন না শুনতাম?রাক্ষুসীর ফাঁদই তো বটে! আটকেছিল তো পা আর একটু হলেইফাঁদে? তার আরও মনে হোল, বড়বাবু এ-খবর পূর্বেই জানতেন কিন্তু প্রচার হতে না দিয়েগোপন রেখেছিলেন।

তারপর কখন গার্ড হুইসিল দিয়েছে, কখন গাড়ি চলেছে এ-সব তার খেয়াল নেই।..কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে আসতে সে চেয়ে দেখলে প্ল্যাটফরমের পূর্বদিকে তারের বেড়ার ওপরকার খিলানবসানো পাকা ধাপ

ডিঙিয়ে আগে আগে মালপত্র হাতে ভজুয়া পয়েন্টসম্যান, পেছনে প্রৌঢ়াটি ও সর্বশেষে নম্রমুখী রেণু বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলেছে।...

হঠাৎ সুরেশের মনে দূর-সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল-প্রথম-বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দ-দীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত?...

দ্রুতগামী ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আর একবার চেয়ে দেখল—রাক্ষস-গণের মেয়ে ততক্ষণে বড়বাবুর সদর দরজায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছে, দরজা তখনও খোলা হয়নি, বোধহয় ভজুয়া কাউকে ডাকতে গিয়ে থাকবে।

পদবৃদ্ধিজনিত কিছুক্ষণ পূর্বের সে আনন্দ সুরেশ আর মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।